রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৫ সনের ৪৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১৯, ২০১৫

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮০৯—৮৩১
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭৪৭—১৭৫১
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৮৭—২৯১
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫৪৭—১৫৮৮
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিচালনা পর্ষদ ও সমন্বয় অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.৪০.০০২.১৫-৪৭৯—০৪ আগস্ট ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ণ প্রতিরোধে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা এবং নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির ৮ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাদক ও স্বর্ণ চোরাচালন, মানব পাচার ও ব্যাংক জালিয়াতির সাথে সম্পৃক্ত মানিলন্ডারিং সংশ্লিষ্ট কেইসের তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় সহায়তা ও মনিটর করার জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো:

আহবায়ক

(১) মহাপরিচালক, বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত, দুর্নীতি দমন কমিশন।

সদস্যবৃন্দ

(২) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক, (যুগ্ম পরিচালক পদমর্যাদার নীচে নয়)।

(৩) শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (প্রথম সচিব পদমর্যাদার নীচে নয়)।

(৪) শুল্ক বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (প্রথম সচিব পদমর্যাদার নীচে নয়)।

(৫) বাংলাদেশ পুলিশ (সিআইডি) (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার নীচে নয়)।

সদস্য-সচিব

(৬) পরিচালক, বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত, দুর্নীতি দমন কমিশন।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ড. মহিউদ্দীন আহমেদ (উপসচিব), উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

- বর্তমান সময়ে আলোচিত ও দ্রুত ফলাফল অর্জনে সক্ষম মাদক ও স্বর্ণ চোরাচালন, মানব পাচার ও ব্যাংক জালিয়াতির সাথে সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিং কেইস বাছাই করে দ্রুত তদন্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- তদন্ত পর্যায়ে আন্তঃ সংস্থা সমন্বয় সাধন;
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভা আয়োজন করে তদন্তের অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান;
- কমিটি মামলার বাদী ও আইন কর্মকর্তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে বিচারিক প্রক্রিয়ায় কোন সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং
- এপিজি'র অন সাইট ভিজিটের পূর্বে ফলাফল অর্জনের নিমিত্তে উল্লিখিত কেইসের তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় সহায়তা ও মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য আইনানুগ উদ্যোগ গ্রহণ।

৩। কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোন ব্যক্তিকে 'কো-অপ্ট' করতে পারবে।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.৪০.০০২.১৫-৪৮০—০৪ আগস্ট ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা এবং নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির ৮ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট কেইসের তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় সহায়তা ও মনিটর করার জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো :

আহবায়ক

(১) যুগ্ম সচিব (রাজনৈতিক), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(২) সহকারী মহা পুলিশ পরিদর্শক (বিশেষ অপরাধ), হেড কোয়ার্টার্স, বাংলাদেশ পুলিশ।

(৩) বিশেষ পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ (এসবি-রাজনৈতিক)।

(৪) উপ-কমিশনার, বাংলাদেশ পুলিশ (ডিবি), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (উত্তর)।

(৫) উপ-কমিশনার, বাংলাদেশ পুলিশ (ডিবি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (দক্ষিণ)।

(৬) অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ (এসবি-নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ)।

(৭) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক, (যুগ্ম পরিচালক পদমর্যাদার নীচে নয়)।

সদস্য-সচিব

(৮) বিশেষ পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ (সিআইডি-অরগানাইজড ক্রাইম)।

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

- বর্তমান সময়ে আলোচিত ও দ্রুত ফলাফল অর্জনে সক্ষম সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট কেইস বাছাই করে দ্রুত তদন্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- তদন্ত পর্যায়ে আন্তঃ সংস্থা সমন্বয় সাধন করবে;
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভা আয়োজন করে তদন্তের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করবে;
- কমিটি মামলার বাদী ও আইন কর্মকর্তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে বিচারিক প্রক্রিয়ায় কোন সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে; এবং
- এপিজি'র অন সাইট ভিজিটের পূর্বে ফলাফল অর্জনের নিমিত্তে উল্লিখিত কেইসের তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় সহায়তা ও মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য আইনানুগ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৩। কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোন ব্যক্তিকে 'কো-অপ্ট' করতে পারবে।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৬.১৫-৪৮২—বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ এর ০৭ ধারার বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া এর পরিবর্তে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বর্তমান মহাপরিচালক জনাব মোঃ হামিদুর রহমানকে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ, ১৭ আগস্ট ২০১৫

নং আর-৬/৭এন-২১/২০১৫-৪৪৮—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে নোয়াখালী জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ অজি উল্যাহ, পিতা-মরহুম ছায়েদুল হককে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ৩১ আগস্ট ২০১৫

নং আর-৬/৭এন-২৯/২০১৫-৪৬৩—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে পঞ্চগড় জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মির্জা সুলতানে আলম, পিতা মরহুম এ. কে. এম সামসুদ্দোহাকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯৬৪ এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং আর-৬/৭এন ৩১/২০১৫-৪৬৯—১৯৬১ সালের নোটারী-অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব লুৎফা বেগম চৌধুরী, পিতা মৃত আনছার হোসেন চৌধুরীকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল :—

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বিকাশ কুমার সাহা
উপসচিব (প্রশাসন)।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ১২.০৫২.০০২.০০.০০.০০৬.২০১১-১০৯৪—বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, বগুড়া এর মোকাদ্দমা নং ৪৩/২০০২, বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল এর আপীল নং ১১৭/২০০৪ এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীলেট ডিভিশনের সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং ১৩০৯/২০১০ এর রায় অনুসরণপূর্বক অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর বাস্তবায়ন-৪ অধিশাখার ১২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬৪.১২.১০৪.১৪-১০৫ সংখ্যক এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর ৯ জুলাই ২০১৫ তারিখের সিএও/কৃষি/নিঃ-৩/২৬/৩১৪৫ সংখ্যক পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের কর্মকর্তাসহ কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কৃষি গ্রাজুয়েট (কৃষি, কৃষি অর্থনীতি, কৃষি প্রকৌশল) কর্মকর্তা যাঁদের চাকুরিতে প্রথম নিয়োগের সময় কারিগরি বেতনের পরিবর্তে একটি ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে ৯ম, ৬ষ্ঠ ও ৫ম গ্রেড পদে বেতন পুনর্নির্ধারণের সময় প্রদত্ত উক্ত ইনক্রিমেন্টটি বিয়োগ করে বেতন পুনর্নির্ধারণের পর একটি ইনক্রিমেন্ট যোগ করে (প্রযোজ্য পদ্ধতি অনুযায়ী) বেতন পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী
উপসচিব।

[একই নম্বর ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত]
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সংস্থা প্রশাসন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৯ ভাদ্র ১৪২১/২৪ আগস্ট ২০১৫

নং ১৩.০০.০০০০.০২২.০০৪.০০১.২০১৩-৪৫৩—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ নিম্নরূপে গঠন করা হলো :

সভাপতি

(ক) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী

সহ-সভাপতি

(খ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সদস্যবৃন্দ

(গ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য

(ঘ) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(চ) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(ছ) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(জ) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

(ঝ) সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(ঞ) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

(ট) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

(ঠ) সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

(ড) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

(ঢ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

(ণ) সচিব, অর্থ বিভাগ

(ত) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

(থ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

(দ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশন

(ধ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

(ন) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(প) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

(ফ) মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

(ব) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

(ভ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড

(ম) পরিচালক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সিটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(য) চেয়ারম্যান, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(র) সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

(ল) সরকার কর্তৃক মনোনীত, একজন সিটি কর্পোরেশন মেয়র ও একজন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান।

সদস্য-সচিব

(ল) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২। এই পরিষদ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা বিষয়ক নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুশফেকা ইকফাৎ
সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ শ্রাবণ ১৪২২/২৯ জুলাই ২০১৫

নং ১৪.০০.০০০০.০১২.০১৪.০২৫.১৫-২২৩—বিটিআরসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Preparatory Functions and Supervision in Launching a Communication and Broadcasting Satellite" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পূর্বে নিয়োগকৃত বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Space Partnership International (SPI), USA কে সংশোধিত প্রকল্পের আওতায় পুনরায় নিয়োগের জন্য একক উৎসভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণে দাখিলকৃত প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য নিম্নোক্তরূপে একটি 'প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হলো।

২। **কমিটির গঠন:**

আহবায়ক

(১) জনাব এ টি এম মনিরুল আলম, কমিশনার (স্পেকট্রাম বিভাগ) বিটিআরসি।

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব হুসনুল মাহমুদ খান, যুগ্ম সচিব/পরিচালক (তার), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

(৩) জনাব মোঃ গোলাম রাজ্জাক, প্রকল্প পরিচালক, "Preparatory Functions and Supervision in Launching a Communication and Broad casting Satellite" শীর্ষক প্রকল্প বিটিআরসি।

(৪) সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের নিম্নে নয়।)

(৫) প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ টেলিভিশন।

সদস্য-সচিব

(৬) জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, "Preparatory Functions and Supervision in Launching a Communication and Broad-casting Satellite" শীর্ষক প্রকল্প বিটিআরসি।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি:**

(ক) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এর ধারা ৫৯ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১১০(২-৪), ১০৪(ঘ)(৩) এবং ৭৪(৪) অনুসরণে SPI, USA এর নিকট থেকে প্রাপ্ত চুক্তি বর্ধিতকরণের কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ন এবং নেগোশিয়েশন করা।

(খ) SPI, USA এর সাথে বর্ধিত কাজের (downstream assignment) চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে মতামত/ সুপারিশসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকরণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নূরুন নাহার
সহকারী প্রধান।

তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ আশ্বিন ১৪২২/১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.২৭.০০১.১২(অংশ-২)/৬০৪—সিভিল রিভিউ পিটিশন নং ১৯১/২০১৫ তে শুনানীকালে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের পর্যবেক্ষণের আলোকে ফিল্ম সেন্সর আপীল কমিটি কর্তৃক "রানা প্লাজা" নামক চলচ্চিত্রের আপিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত সেন্সর সার্টিফিকেট সাময়িকভাবে স্থগিত করা হলো এবং "রানা প্লাজা" নামক চলচ্চিত্রটির প্রদর্শন সমগ্র বাংলাদেশে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জি.এন. নজমুল হোসেন খান
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০৪৭.১৩(অংশ-১)-৫৭৪—মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায় অবস্থিত হাকালুকি হাওড় দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ মিঠা পানির হাওর যা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মাছের অন্যতম উৎপাদন ও প্রজনন ক্ষেত্র। এ ছাড়াও প্রতি বছর হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি এই হাওরে এসে আশ্রয় নেয়। কিন্তু অপরিকল্পিত ও অধিক সম্পদ আহরণ এবং প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে হাকালুকি হাওর তার বৈচিত্র্য এবং সম্পদ উভয়ই হারাচ্ছে, উৎপাদন কমে যাচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে হাকালুকি হাওরের সংরক্ষণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

২। হাকালুকি হাওরস্থিত প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট জলজ বনাঞ্চলসমূহকে হাওরের জীববৈচিত্র্য রক্ষা, দেশীয় মাছের প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রতিবেশ ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, পরিযায়ী ও দেশীয় পাখির নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিতকরণ, প্রাকৃতিক জলজ বন সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় নিম্ন তফসিলে বর্ণিত এলাকাকে বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, জলজ বন অভয়ারণ্য (Swamp Forest Sancturay) হিসাবে ঘোষণা করা হলো।

তফসিল

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত প্রাকৃতিক জলজ বনাঞ্চলসমূহের তালিকা	মৌজার নাম	জেলা	উপজেলা	জে. এল নং	দাগ নং	(Swamp Forest) এর উপযোগী ভূমির পরিমাণ (একরে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(১)	চাতলা বিলের কান্দা	চাতলার হাওর	মৌলভীবাজার	জুরী	২১/১৭২	৩৬৭ ৪১১	১০০.০০ ৪.০০
(২)	মুছনা লম্বা কান্দি	জল্লার হাওর		বড়লেখা		৪১৬৬	১১.০০
(৩)	সৈয়দ ডুবির বিলের কান্দি					৪১৬৪	৭.১২
(৪)	দিঘার পূর্বের কান্দি				৮৭	৪২৬১	১.৭০
(৫)	কুকুর ডুবির পশ্চিম কান্দি					৪৩০৪	৯.২০
(৬)	মুছনার কান্দি					৪১৭৭ ৪১৮৯	৬.৫৫ ২.৬০
(৭)	সাওরিদিঘার পূর্ব কান্দি					৪১৪৩	৩.৮০
(৮)	ফাটা বিলের কান্দি					৪১৬০	৮.১৪
(৯)	পার জল্লাবিলের পূর্ব কান্দি					৪১০৬ ৪১০৫	০.৮৩ ৪.০৮
(১০)	জাইলার কান্দি					২৭০৭ ২৭০১ ২৬০৭	০.৯৩ ০.৭৪ ০.৪৮
(১১)	ভূতের কোনার পূর্ব কান্দি					২৭০৩	১.১৫
(১২)	কৈয়া মাগুরার কান্দি					২৩	৬.৯৯
(১৩)	মইয়াজুড়ির পশ্চিমের কান্দি					২০৬৩	৩.৮০
(১৪)	তেকোনীর দক্ষিণের কান্দি					৮০৮	৩.৩৫
(১৫)	মেদা বিলের পূর্ব ও পশ্চিম কান্দি					১০০৯	০.১৪
(১৬)	হিংগাজুরি বিলের উত্তর পূর্ব কান্দি	বাদেসিংনাথ				১৩	১৭.৪৪
(১৭)	**হিংগাযুরি বিলের পশ্চিম কান্দি**					**১৫**	**১.০৯**
(১৮)	হিংগাযুরি বিলের উত্তর কান্দি					৫৮ ৫৯	২৯.১০ ২.৩৮
(১৯)	হিংগাযুরি বিলের দক্ষিণের কান্দি				৮৬	৩২	১৮.৯০
(২০)	হাওযা বিলের উত্তর পশ্চিম কান্দি				৮৬	১১১	১১.১০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(২১)	হাওযা বিলের উত্তর কান্দি	বাদেসিংনাথ	মৌলভীবাজার	বড়লেখা	৮৬	৯৮	০.০৮
(২২)	হাওযা বিলের পূর্ব কান্দি					১১৫	২.৩৭
(২৩)	ফুট বিলের কান্দি					৮৭ ৩১৪	০.১৫ ০.২১
(২৪)	বিড়ালী খালের কান্দি	গজুয়া	সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ	৩০	৮৬৭	২.৬৩

শর্তাবলী

১. জলজ বন অভয়ারণ্যে সকল মৎস্য সম্পদ আহরণ নিষিদ্ধ থাকবে।

২. জলজ বন অভয়ারণ্য ঘোষিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত কোন ভূমি কোনরূপ বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।

৩. জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়াধীন পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত ভিলেজ কনজারভেশন গ্রুপ (ভিসিজি) সংশ্লিষ্ট জলজ বন অভয়ারণ্য সংরক্ষণএবং নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

৪. নির্ধারিত রাজস্ব প্রদান সাপেক্ষে, জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট ভিলেজ কনজারভেশন গ্রুপকে জলজ বন অভয়ারণ্য থেকে শুষ্ক মৌসুমে শুকনা ডালপালা সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন। এরূপক্ষেত্রে, কোন অবস্থাতেই শুকনো ডালপালা ছাড়া জলজ বনের গাছ, ডাল কর্তন বা অন্য ধরনের ক্ষতি সাধন করা যাবে না।

৫. সংশ্লিষ্ট ভিলেজ কনজার্ভেশন গ্রুপ (ভিসিজি) প্রতি বছর ৩১ বৈশাখের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রম বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং ভূমি মন্ত্রণালয় এর নিকট বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

৬. ভিলেজ কনজার্ভেশন গ্রুপ (ভিসিজি) সরকারের অনুমোদনক্রমে, প্রয়োজনে নতুন জলজ বন সৃজন বা ক্ষতিগ্রস্ত বন পুনঃ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপসচিব।

[একই নম্বর ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত হবে]
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ আগস্ট ২০১৫

নং ৩১.০৪৯.০৩১.০১.০৪.০৭৫.২০১০-৮৮২—'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১' এর ১৯.১ নং অনুচ্ছেদে গঠিত 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটি' নিম্নবর্ণিতভাবে নির্দেশক্রমে পুনর্গঠন করা হলোঃ

সভাপতি

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সহ সভাপতি

(২) ভূমি মন্ত্রী

সদস্যবৃন্দ

(৩) অর্থ মন্ত্রী
(৪) শিল্প মন্ত্রী
(৫) কৃষি মন্ত্রী
(৬) স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী
(৭) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী
(৮) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী
(৯) মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী
(১০) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী
(১১) পানিসম্পদ মন্ত্রী
(১২) পরিবেশ ও বন মন্ত্রী
(১৩) শিক্ষা মন্ত্রী
(১৪) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী
(১৫) পরিকল্পনা মন্ত্রী
(১৬) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী
(১৭) ভূমি প্রতিমন্ত্রী
(১৮) মন্ত্রীপরিষদ সচিব
(১৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
(২০) সংশ্লিষ্ট সচিবগণ
(২১) ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) এর প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

(২২) সিনিয়র সচিব/সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

২। সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আশিক নূর
সহকারী প্রধান।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ অধিশাখা-০২
এলএ কেস নং : ২৮(w)/১৯৭৫-৭৬
ঘোষণা পত্র
'ঘ' ফরম
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৫.১৪-৩৫৯—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সানের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৯-১২-১৯৭৫ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হইয়াছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা বাউফল, মৌজা মাধবপুর, জেএল নম্বর ১১৪, সিট নং ২।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৫১	২৩৯০	০.০৭
২	২৩৯১	১.৩৪
৭৮	২৩৯২	০.২০
১৪৫	২৩৯৩	০.০৭
৩	২৩৯৪	০.০১
১৪৫	২৩৯৫	০.০৭
১৪৫	২৩৯৮	০.০৭
১৪৫	২৩৯৯	০.০৬
৭৬	২৪০৩	০.০৪
৭৬	২৪১৮	০.০২
২৩৪	২৪১৯	০.০৩
২৩৩	২৪২০	০.০৪
২৩৩	২৪২১	০.০১
২৩৩	২৪২২	০.০১
২৩৩	২৪২৩	০.০৫
২৩৩	২৪২৪	০.০১
২৩৪	২৪৩৪	০.০৭
১৯৬	২৪৩৫	০.০২
১৯৬	২৪৩৭	০.০২
১৯৬	২৪৩৮	০.০৩
২৫১	২৪৪৪	০.০৪
১৯৬	২৪৬২	০.২৭
১৯৬	২৪৬৪	০.০২
১৯৬	২৪৬৫	০.০৩
১৯৬	২৪৬৬	০.০৩
১৯৬	২৪৬৭	০.০২
১৯৬	২৪৭৯	০.০৬
৩২	২৫০৪	০.০৩
৩২	২৫০৫	০.০৪
২৯১	২৫০৬	০.০৬
২৯১	২৫০৭	০.০২
১২৫	২৫০৯	০.০২
১২৫	২৫১০	০.০৪
২৯১	২৫১১	০.০৫
২৯১	২৫১২	০.০২
২৮২	২৫১৬	০.০৩
২৮২	২৫১৭	০.০২
৩০	২৫১৮	০.০৩
৩০	২৫১৯	০.০৩
৩২	২৫২১	০.০৩
৩২	২৫২৩	০.০৮
১৩৪	২৫২৫	০.০১
১২০	২৫২৮	০.০২
১২০	২৫২৯	০.০৩
১১	২৫৩০	০.০৩
১১	২৫৩১	০.০৩
৩২	২৫৩৩	০.০৬
৩২	২৫৩৫	০.০৬
১৫২	২৫৫৪	০.১১
১৪৫	২৫৫৬	০.২৬
৭৬	২৫৫৭	০.০৮
৭৮	২৫৫৫	০.০৩
২৩৩	২৫৫৮	০.৪৩
২৬৭	২৫৫৯	০.০৯
২৬৭	২৫৬০	০.১২
২৬৭	২৫৬১	০.২০
১৯৬	২৫৬৪	০.০৭
২	২৩৯৭	০.০১
১৯৬	২৫৬২	০.০৬
২৫১	২৫৬৩	০.০৯
১৬৪	২৪৮০	০.১৪
১৩৪	২৫২৪	০.০২
২৬৭	২৫৫২	২.৮৪

মোট জমি **৮.০০** একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এলএ কেস নং : ০৩/১৯৭৩-৭৪

ঘোষণা পত্র

'ঘ' ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৫.১৪-৩৫৯—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সানের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৭-০৭-১৯৭৩ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হইয়াছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা বাউফল, মৌজা কালাইয়া, জেএল নম্বর ১২৪, সিট নং ১

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৩৭৪	৬৫০	১.৩১
৫৮৬	৬৫১	১.০৩
৭৮০	৬৫৮	০.৫৪
৩৮৯	৬৫৯	০.৬৫
৫৮৬	৬৬০	১.২৯

মোট জমি ৪.৮২ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এলএ কেস নং : ১১(w)/১৯৭৫-৭৬

ঘোষণা পত্র

'ঘ' ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৫.১৪-৩৫৯—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সানের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০৯-১৯৭৫ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হইয়াছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা বাউফল, মৌজা নোয়ামালা, জেএল নম্বর ১১৮, সিট নং ২

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৪২৯	১৫০১	০.২০
৮১	১৫০৬	০.০৮
১১৯২	১৫০৭	০.০৫
৯০৫	১৫০৮	০.১৫
১১৯২	১৫৫৭	০.১৬
৭	১৫৬১	০.১৬
৩৩১	১৫৬৪	০.৪৮
৭২৯	২৭৮৭	০.০৭
৬৪৫, ৬৪৬, ১১১৫, ১১১৬	২৭৮৮	০.৩৮
৮০৪, ১০১০, ১০৩৯	২৮৩৯	০.১৫
২৩৬	২৮৪০	০.০৬
৫৪	২৮৪১	০.০৫
১০৩৮	২৮৪২	০.১৪
২৭০, ৫৯৯, ১১০৩	২৮৫২	০.৫০
২৩৫	২৮৬৩	০.১৭
২৩৫	২৮৬৪	০.১০
৮০০	২৮৬৫	০.১৫
৭৩৪, ১২৪৪	২৮৯৯	০.৪০
৩	২৯০০	০.০১
৭৩৪, ১২৪৪	২৯০১	০.০৩
২৩৪	২৯০২	০.০৩
৮০০	২৯০৩	০.১৮
২৩৪	২৯১৬	০.২৮
২৩৫	২৯২৩	০.২০
২৩৭, ৪৩৬, ৪৫৯	২৯২৫	০.১০
২৩৭, ৪৩৬, ৪৫৯	২৯২৬	০.০২
৮০০	২৯২৮	০.১৩
১৮	২৯৩৪	০.০৬
১২৭	২৯৩৫	০.১২
১১০০	২৮৪৯	০.১৮

মোট জমি ৪.৭৯

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এলএ কেস নং : ১৯(w)/১৯৭৫-৭৬

ঘোষণা পত্র

'ঘ' ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৫.১৪-৩৫৯—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সানের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৮-০১-১৯৭৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হইয়াছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা বাউফল, মৌজা নওয়ামালা, জেএল নম্বর ১১৮, সিট নং ৩।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১	২	৩
৫৭২	১	০.০৫
৯০	৪	০.০৫
৫৭২	৫	০.০৫
৫৭২	৬	০.০২
১০৩২	৭	০.০৯
৫৭২	৮	০.০৫
৯০	৯	০.০৬
১১১১	১০	০.০৪
৮৫০, ১১৮৮	১১	০.২২
৫০, ১৬০	১৩৯	০.৫৬
৪৭	১৪০	০.১০
৪৭	১৪১	০.০৫
৫০, ১৬০	১৪২	০.১৬
৩	৩১৫	০.০১
৪৯	৫৭৫	০.০৪
১০৫, ৯৭৫	৫৭৬	০.০২
১০৮২	৫৭৭	০.০২
৮১১	৫৭৮	০.০৬
৬৩	৫৭৯	০.০৩
৬৪	৫৮০	০.০৬
১০৮০	৫৮১	০.০৬
৭৪৯	৫৮২	০.০৬
১০৭৯	৫৮৩	০.১০
১০০০,১০৫৭, ১১৮৪	৫৮৪	০.০৫
১০৮০	৫৮৫	০.০৬
৯৬৫	৫৮৬	০.০৬
১০৭৯	৫৮৭	০.০৬
৬৪	৫৮৮	০.০৫
১০০০, ১০৫৭	৫৮৯	০.০৩
৫৭৪	৫৯০	০.০২
১৯৩, ১৩, ৭২২, ৮১০, ৯০২, ১০৬৫	৬২৯	০.০৫
১০৬৬	৬৩০	০.০৬
৭২৪	৬৩১	০.০৬
১০৭৫	৬৩২	০.০৩
৭৫৫	৬৩৩	০.০৩
১২, ১৩০, ১০৬৪	৬৩৪	০.১১
১০৬৩	৬৩৫	০.০৯
১১৮৪, ১১৯১, ১০০০, ১০৫৭	৬৭৯	০.২৮
৪৬৩, ১১৪১	৬৮০	০.০৪
২৫৪	৯৮১	০.০৫
১০৪,৩১০	৬৮২	০.৪
১০৯১	৬৮৩	০.০৩
৭১৭	৬৮৪	০.১৫
৩৭৭	৭১১	০.২০
৩৭৬	৭১২	০.০৯
৮০, ৮৮৮	৭১৭	০.০৫
৭৬৮, ৭৬৯	৭১৮	০.০৭
৭৮	৭১৯	০.০৭
১০	৭২০	০.০৭
৭৯	৭২১	০.০৩
৭৯	৭২২	০.০৮
১১৩	৭৩৪	০.০৫
১০০৫, ৮০, ১৪২,৭১২, ৭১৩	৭৩৫	০.০৬
৮৮৮, ৭১১	৭৩৬	০.০৬
১৪২, ৭১২, ৭১৩, ১০০৫	৭৩৭	০.০৯
৯৪৫	৮১৯	০.১৩
৯১০	৮২০	০.০৪
৩১৩	৮২৩	০.০৪
৪৩২	৮২৪	০.০৪
২	১২১৪	০.০৩
১১৩	১২১৯	০.০৩
৪৩১	১২২২	০.০৩

মোট জমি ৪.৫৭

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এলএ কেস নং : ৩১(w)/১৯৭৮-৭৯
ঘোষণা পত্র
'ঘ' ফরম
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৫.১৪-৩৫৯—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৫-০৫-১৯৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা বাউফল, মৌজা খাজুরবাড়ীয়া, জেএল নম্বর ১২২, সিট নং ৮।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১	২	৩
৭৩৯	৬৬৬৩	০.১৮
৬৪৪, ১৩৪০	৬৬৬৪	০.১০
৩৪৪, ৮৪৮	৬৬৬৫	০.০৩
৪২৬	৬৬৬৬	০.০৮
৩২১, ৩৩৬, ৩৪১	৬৬৬৭	০.০৯
১১৪৪	৬৬৮৭	০.১০
৯৭৭	৬৬৮৮	০.০৭
৩২৪, ১১৭১	৬৬৯৩	০.১০
১১৩৬	৬৬৯৪	০.০৬
৭৯৬	৭১২৩	০.০৪
৮০৫, ১১৩৩	৭১২৪	০.০৬
৫৭৮	৭১২৫	০.৩৬
৫৭৮, ৭৯৭, ৮০৪	৭১২৬	০.০২
৭৯৭, ৮০৪	৭১২৭	০.১৪
৪	৭১২৮	০.০৫
৬৩১	৭১২৯	০.০৩
৭৮৫, ১১৪১	৭১৩০	০.০৫
৮১৫	৭১৩১	০.০৭
৯৫৩	৭১৩২	০.০২
৮৩৯	৭১৩৩	০.০৮
৪৮৮	৭১৩৪	০.০২
৮৩৯	৭১৩৫	০.০৫
১১৫৩	৭১৩৬	০.০২
৪৯০	৭১৩৭	০.০৯
১১৫০	৭১৩৮	০.২৮
১০১	৭১৩৯	০.১২
৭০৮, ৮৬৯, ১১০৫, ১২২৩	৭১৪০	০.২২
৭১৪	৭১৪৭	০.৩২
১১৭	৭১৪৮	০.১১
৯১৭, ৯১৮, ৯২০	৭১৪৯	০.০৯
১১৮	৭১৫০	০.১৫
৯১৭, ৯১৮, ৯২০	৭১৫১	০.০৯
৯২৯	৭১৬৫	০.২৮
৯২৮	৭১৬৬	০.১১
৯২৯	৭১৬৭	০.১২
৫৫২	৭১৬৮	০.১২
৭১৪	৭২০৭	০.১০
১১৭	৭২০৮	০.১৩
১১৯০	৭২০৯	০.১২
১৫, ৮১০, ১১৩৭	৭২২৮	০.৫২
১২৭৮, ১২৭৯	৭১২২	০.০২
৭৯৬	৭২১১	০.০৬
১১৯০	৭২০০	০.১২
৭৪২	৭১৯৪	০.২৭
৭১৬	৭১৯৫	০.৪৪
৯০৬	৭১৯৬	০.১৬
৩৩০	৭১৯৯	০.২৮
১৫, ৮১০, ১১৩৭	৭৩৪১	০.০১

মোট-৬.১০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এলএ কেস নং : ২৫(w)/১৯৭৫-৭৬
ঘোষণা পত্র
'ঘ' ফরম
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৫-৩৬০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৮-০১-১৯৭৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা বাউফল, মৌজা সাবুপুরা, জেএল নম্বর ১১৫, সিট নং ৩।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১	২	৩
৫১৩, ৫১৪	৩৫০১	০.১০
৫১৩, ৫১৪	৩৫০২	০.১০
২০৩	৩৫০৪	০.১০
২	৩৫০৫	০.৫০
৫১৩, ৫১৪	৩৫০৭	০.০২
৩	৩৫০৯	০.০২
৫১৩, ৫১৪	৩৫১০	০.০২
৫১৩, ৫১৪	৩৫১২	০.০৪
৫৩৬	৩৫১৩	০.১৩
৫৩৬	৩৫১৪	০.০১
৫৩৫	৩৫১৫	০.০৮
৫৩৫	৩৫২৯	০.১৬
৩৪৯	৩৫৩০	০.০২
৩৪৯	৩৫৩৩	০.০৩
৩৪৯	৩৫৩৪	০.০৮
২০২	৩৫৪৩	০.০৫
২০২	৩৫৪৪	০.০৫
২০২	৩৫৪৫	০.১০
২০২	৩৫৪৯	০.০৮
৩৫০	৩৫৫০	০.০২
৫৫	৩৫৫১	০.০৫
২৬৫	৩৫৫৪	০.০৫
২৬৫	৩৫৫৫	০.০৬
২৬৫	৩৫৬৮	০.০২
৫৫৫, ৫৫৬	৩৫৬৯	০.০৮
৫৫৫, ৫৫৬	৩৫৭৫	০.১০
১৬৪	৩৫৭৬	০.০১
১৬৪	৩৫৭৭	০.০৩
২৮৬	৩৫৯০	০.০১
৫৬১	৩৫৯১	০.০১
৩০৬	৩৫৯২	০.০২
৩০৬	৩৫৯৩	০.০৫
২৮৬	৩৫৯৪	০.০৩
৩০৬	৩৫৯৫	০.০৪
২৮৬	৩৬০০	০.০৮
২০৩	৩৬০৪	০.০৩
৩০৬	৩৬০৫	০.০৩
৭	৩৬১০	০.০৬
৩০৬	৩৬১১	০.০৮
৩০১	৩৬১২	০.০৪
৪০০	৩৬১৪	০.০৯
৫৯৫	৩৬৪০	০.০৭
৪১৭, ৬১৩	৩৬৪১	০.১১
৪১৮, ৫২৫	৩৬৪২	০.১৪
৪১৮, ৫২৫	৩৬৪৩	০.০৫
৪১৮, ৫২৫	৩৬৫২	০.১২
৪১৮, ৫২৫	৩৬৫৮	০.০৩
৪১৮, ৫২৫	৩৬৫৯	০.০৫
৪১৮, ৫২৫	৩৬৬১	০.০৩
৪১৮, ৫২৫	৩৬৬৩	০.১০
৮	৩৬৭১	০.০৮
৪১৭, ৬১৩	৩৬৭৪	০.০৫
৪১৮, ৫২৫	৩৬৭৫	০.০৭
৫৯৪	৩৬৮১	০.০২
৫৯৪	৩৬৮২	০.০১
৩৪৫	৩৬৮৩	০.০১
৮	৩৬৮৪	০.০৫
৫৬১	৩৬৮৬	০.২২
৬১৬	৩৬৮৭	০.০৭
৫৬১	৩৬৮৮	০.০৪
৩	৩৬৮৯	০.০১
৫৬১	৩৬৯০	০.০২
৫৬১	৩৬৯১	০.০৬
২	৩৬৯৬	০.০২
২	৪১৬৩	০.০৩
২	৪১৬৮	০.০২
৪১৮, ৫২৫	৪১৬৯	০.১৫
৫৬১	৪১৭১	০.০১

মোট জমি=৪.৩২ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এলএ কেস নং : ১৩(w)/১৯৭৫-৭৬
ঘোষণা পত্র
'ঘ' ফরম
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৫-৩৬০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০৯-১৯৭৫ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা বাউফল, মৌজা খাজুরবাড়ীয়া, জেএল নম্বর ১২২, সিট নং ১

খতিয়ান নং	দাগ নং এস এ	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১	২	৩
২	১	০.০১
২০	২	০.২৫
২০	৩	০.১৪
২১	৪	০.২০
২১	৫	০.০১
২১	৭৯	০.২০
৮৩২	৮১	০.০২
৩৪৯, ৭২৪, ৮৩৪	৮৭	০.০৩
৩৪৯, ৮৩০	৮৮	০.০১
৬৮৭	১৭৯	০.০৮
৬৯৮	১৮০	০.১২
৩৪৯, ৭২৪, ৮৩৪	১৮১	০.০৭
৪৯৬	১৮২	০.১০
১৫	২৬০	০.০১
১৩৫, ২১৫	২৬৩	০.০৫
৭২৪	২৬৪	০.০৬
১১০	২৬৯	০.০৭
১৩৫, ২১৫	২৭০	০.১২
৬৮১	৪০৭	০.০৭
১১২১	৪০৮	০.০৬
৮১১	৪২৫	০.০৮
৮১১	৪২৬	০.০৭
২০৭, ৪২৩	৪২৭	০.০৪
১৩৪৫	৪২৯	০.০৬
১৩৪৫	৪৩০	০.০২
৭২৮	৪৩৫	০.০৪
৭৫৮	৪৩৭	০.০৬
৭৫৮	৪৩৮	০.১৫
৭৫৮	৪৩৯	০.০১
২০৭, ৪২৩	৪৪৩	০.০৫
১৩৪৫	৯০৪	০.০৬

মোট জমি=২.৩২ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এলএ কেস নং : ৫৫/১৯৭৮-৭৯
ঘোষণা পত্র
'ঘ' ফরম
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৫-৩৬০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক ২১-০১-১৯৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা বাউফল, মৌজা চর আলগি, জেএল নম্বর ১২০, সিট নং ২

খতিয়ান নং	দাগ নং এস এ	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৪০	১৯৯৮	০.০৫
৯২	২০০১	০.১০
২৩০	২০০২	০.১০
২৩০	২০০৩	০.২৫
১৭	২০০৪	০.০৭
৪০	২০০৫	০.০৪
৪০	২০০৬	০.০৬
৪০	২০১৮	০.০৮
৪০	২০২১	০.০৯
৪০	২২২৪	০.০৩
৪০	২২২৫	০.০১

মোট জমি=০.৮৮ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এলএ কেস নং : ০৬(w)/১৯৭৫-৭৬
ঘোষণা পত্র
'ঘ' ফরম
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৫-৩৬০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০৯-১৯৭৫ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা বাউফল, মৌজা যৌতা, জেএল নম্বর ১১৭, সিট নং ২

খতিয়ান নং	দাগ নং এস এ	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৫০	১৩২৪	০.১০
৫০	১৩২৫	০.০৬
৫০	১৩২৬	০.০৬
৬২	১৩২৭	০.০৮
৬২	১৩২৮	০.০৮
২১৮	১৩২৯	০.১২
১৯২	১৩৩২	০.০১
১৯২	১৩৩৩	০.০৬
১৯২	১৩৩৪	০.০২
১৯২	১৩৩৫	০.০৪
১৯২	১৩৩৬	০.০২
১৯২	১৩৭৬	০.০৮
১৭৫	১৩৭৮	০.০৮
১৬৮, ১৫৪	১৩৭৯	০.৪২
..	১৩৭৪	০.০২
১৫৪, ১৬৮	১৩৯৩	০.১০
২১	১৩৯৯	০.১২
১২৮, ১৫৫	১৩৯২	০.৪২
২২	১৪০৮	০.০৩
২১১	১৪০৯	০.০৪
২১১	১৪১০	০.০৯
১৫৬	১৪৬০	০.০৪
২০৭	১৪৬৭	০.১২
২০৭	১৪৬৮	০.০৬
১২৮, ১৫৫, ২৭৩	১৩৯০	০.১৮
২৫৩	১৪৮৯	০.১০
২৫৩	১৪৯০	০.১৪
২৫৩	১৪৯৩	০.১০
৭	১৪৯৫	০.১০
৮	১৪৯৬	০.০৪
৪৬	১৫১৩	০.০৭
১৬০	১৫১৪	০.০৭
৪৮	১৫২৩	০.০৮
১৬০	১৫২৪	০.১১
২০৬	১৫২৮	০.০৫
২৫৬	১৫২৯	০.০৫
১৭৫	১৩৯৪	০.২০
২০৬	১৫৩০	০.০৪
২০৬	১৫৩১	০.০৬
২৫৬	১৫৩৭	০.১০
২০৫	১৫৩৮	০.১৪
২০৫	১৫৩৯	০.১২
২০৫	১৫৪১	০.১৩
১৬০	১৬৬৮	০.০৬
২২	১৬৬৯	০.১৮
২২৮	১৬৭১	০.৩০
২১১	১৪৬৯	০.০২
২২,৪৬	১৫১২	০.০৬
২০৬	১৫২৭	০.০১
১০৭,১৬২	১৬৬২	০.০১
১২৯	১৩৯৬	০.১০
১৪১	১৩৯৭	০.০৬
১৪১	১৩৯৮	০.০৬

মোট জমি=৫.০১ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল এ কেস নং : ২৯(w)/১৯৭৫-৭৬
ঘোষণা পত্র
ফরম নম্বর-ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৫-৩৬০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৮-০১-১৯৭৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলাঃ পটুয়াখালী, উপজেলাঃ বাউফল, মৌজাঃ চাঁদপাল, জে,এল নম্বরঃ ৯৯, সিট নং

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৩১	৩৬১	০.০৩
২৩	৩৯৩	০.০৭
১৯	৪৩৯	০.০৪
১৮	৪৪৬	০.০১
৫০	৪৫৮	০.০১
৩১	৪৬৩	০.০৩
৩১	৪৬৪	০.০৩
২৮	৪৬৫	০.০৩
৩১	৪৭২	০.০৪
৩১	৪৭৩	০.০১
২১	৫৬৪	০.০১
২১	৪৬৬	০.০৪
২১	৪৬৭	০.০৪
২১	৪৭৩	০.০২
২১	৫৭৪	০.০১
৫১	৫৭৮	০.১৪
৫১	৫৭৯	০.০৫
৩১	৫৯০	০.০২
৩১	৫৯১	০.০৭
		মোট জমি=০.৭০ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল এ কেস নং : ৫(w)/১৯৭৫-৭৬
ঘোষণা পত্র
ফরম নম্বর-ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৫-৩৬০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৩০-০৫-১৯৭০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলাঃ পটুয়াখালী, উপজেলাঃ বাউফল, মৌজাঃ যৌতা, জে,এল নম্বরঃ ১১৭, সিট নং ২

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৪২	৪১৫	০.২১
৭৯	৪১৬	০.৩৭
১১৪	৪১৭	০.১৩
১১৪	৪২০	০.১৪
১৪২	৪২১	০.১৩
৭২	৪২২	০.০৮
৫৬	৪২৩	০.৪৪
৫৬	৪৬৭	০.৩৪
৫৬	৪৬৮	০.০৫
২	৬৮৬	০.০২
৫৬	৮৮৫	০.০২
৫৬	৮৮৬	০.১০
১৬৭	৮৮৭	০.১২
২০০	৮৯০	০.৫৪
৫৮	৯৬৮	০.১৬
২৫২	৯৬৯	০.১৪
৫৮	৯৭০	০.০৪
১৮৯	৯৭৬	০.২৪
২৩১	৯৭৭	০.০৮
১৩৬	৯৮১	০.১২
১৩৬	৯৮২	০.১৩
৯৯	৯৮৫	০.১৭
৭৫	৯৮৬	০.১০
১৮৯	৯৮৭	০.১১
২৩১	৯৯১	০.১১
২৩৩	৯৯২	০.০৮
২৬৮	৯৯৫	০.১৬
১৭১	১০১৬	০.২৮
৭৫	১০১৭	০.২৮
১৭	১০৩৩	০.০৬
১৭	১০৩৫	০.২৬
২১৯	১০৩৬	০.০৮
১৭৬	১০৩৭	০.১২
১৬৮, ১৫৪	১০৩৮	০.১৬
১৬৮, ১৫৪	১১০০	০.১২
		মোট জমি=৫.৬৯ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

ফরম-ঘ

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ কেস নং-এল এ (সাঃ)-৩(ii)/৭০-৭১/৪/৮৪-৮৫

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক ঘোষণাপত্র

তারিখ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৫১.১৪-৪০২—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৭-০৮-১৯৭১ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা ১৫৫ নং হামদহ, উপজেলা ঝিনাইদহ সদর, জেলা ঝিনাইদহ।

খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৪৬৯	৭৮২	০.২৪

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-জামস

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ আগস্ট ২০১৫

নং মশিবিম/শা-জামস/জেঃ কমিটি-৭/৯৯(অংশ-২)/৬৯—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, শেরপুর এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার শেরপুর জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম	পদবী
(১)	১০(১)ঙ	সমাজসেবী	বেগম সামছুন্নাহার কামাল, স্বামী কামাল উদ্দিন	চেয়ারম্যান
(২)	১০(১)ঘ	শিক্ষিকা	বেগম নাসরিন বেগম, স্বামী মাহবুবুর রহমান (সুজা)	সদস্য
(৩)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম ফৌজিয়া বেগম, স্বামী নেজামুল হক	সদস্য
(৪)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম ফারজানা পারভিন মুন্নি, স্বামী আবদুল আল হেলাল	সদস্য
(৫)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম তাহমিনা আক্তার লাকি, স্বামী এ কে এম হাফিজুর রহমান	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের বেগম সামছুন্নাহার কামাল উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ গত ১১-০৮-২০১৫ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলীপ কুমার দেবনাথ
সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১২ ভাদ্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২৭ আগস্ট ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.২০১৫-৫১৭—হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর থানার ডিআর নং-৩৮৫৬, তারিখ ০৪-০৮-২০১৫খ্রিঃ মোতাবেক আসামীগণ হবিগঞ্জ জেলা কারাগারে অন্তরীণ থাকা সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ্ এ এস এম কিবরিয়া হত্যা মামলার চার্জশীটভুক্ত আসামী হবিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ও হবিগঞ্জ জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক জি কে গইছ (৪৮), পিতা মৃত গোলাম মোর্তজা @ লাল মিয়া, সাং শায়েস্তানগর আ/এ থানা+জেলা হবিগঞ্জসহ উক্ত কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় অন্যান্য কয়েকজন আসামী কর্তৃক মহান জাতীয় সংসদের হবিগঞ্জ-লাখাই আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট মোঃ আবু জাহির মহোদয় ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত মহোদয়কে হত্যার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করার অভিযোগে আসামীদের বিরুদ্ধে পেনাল কোড, ১৮৬০ সনের ১২০-খ ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬-ক ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.২০১৫-৫১৮—পটুয়াখালী জেলার দুমকি থানার সাধারণ ডায়রী নম্বর-৯৩৫, তারিখ ২৫-০৬-২০১৫খ্রিঃ মোতাবেক আসামীগণ অত্র থানাধীন দুমকি নসিব সিনেমা হল পট্টির পশ্চিম দিকে দুমকি উপজেলা জাতীয়বাদী দলের কার্যালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে জনৈক আবুল কালাম খানের নির্মানাধীন ভবনের নিচতলায় বসে ৩০/৩৫ জন বিএনপি/জামায়াত এর অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মী বিভিন্ন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র তথা তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করতঃ থানা এলাকায় নাশকতা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা, লেবুখালী ফেরীঘাট অচল, রাস্তার পার্শ্বে গাছ কেটে রাস্তার বেরিকেট সৃষ্টি, যানবাহনে অগ্নি সংযোগ, পেট্রোলবোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর উদ্দেশ্যে বেআইনী জনতায় দলবদ্ধ হয়ে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে আসামীদের বিরুদ্ধে পেনাল কোড, ১৮৬০ সনের ১২০-খ ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬-ক ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০১.২০১৫-৫২৬—ডিএমপি, ঢাকার মিরপুর মডেল থানার মামলা নম্বর-৮৬, তারিখ ২৪-০১-২০১৫ খ্রিঃ "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ৬(২) ধারায় মামলার আসামীগণ মিরপুর মডেল থানাধীন মধ্যপীরের বাগ শিমুলতলা বাইতুল মামুর জামে মসজিদের সামনের গেইটে অভিযুক্ত মোঃ ইমরান হাসান চৌধুরী @ পাভেল (২৪) পিতা ইলিয়াস চৌধুরী, সাং জয়াগ, থানা সোনাইমুড়ি, জেলা নোয়াখালী এ/পি-আনসার ক্যাম্প সুরুজ খান বৌ বাজারের পিছনে নিরভানা বিল্ডিং, বাসা নং-৫২/৩, থানা মিরপুর, ঢাকা গং বাংলাদেশের অখন্ডতা, জননিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য জনসাধারণকে ও সেনাবাহিনীর অফিসারদেরকে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে লিফলেট বিতরণ করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কার্য সাধনের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রসহ অন্যান্য গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০১.২০১৫-৫২৭—ডিএমপি, ঢাকার তেজগাঁও থানার মামলা নম্বর-১১, তারিখ ০৭-০৩-২০১৫ খ্রিঃ "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ৬(১)(২)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ তেজগাঁও থানাধীন জামিয়া আম্বরশাহ আল ইসলামীয়া মসজিদের পশ্চিমপার্শ্বে রাস্তার উপর অভিযুক্ত মোঃ হারুন (২৮), পিতা ইউসুফ আলী, সাং বিষ্ণপুর, থানা ও জেলা চাঁদপুর এ/পি-বাসা নং-৩০, রোড নং-৩০, ইস্কাটন রোড, রমনা, ঢাকা গং পরস্পর যোগসাজশে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পুলিশ সদস্যদের হত্যার চেষ্টা, ব্যক্তি ও যানবাহনের ক্ষতিসাধনসহ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং সহায়তা করার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)" এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খাদিজা তাহের ববি
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৬ ভাদ্র ১৪২২/৩১ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০১.১৫-৫৩৫—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মডেল থানার মামলা নম্বর-৮৫, তারিখ ২৫-০৪-২০১৫ খ্রিঃ মূলে বাদী মোঃ নাছিম মিয়া, পিতা মৃতঃ দেওয়ান আলী, সাং চান্দিয়ারা, ইউপিঃ বুধল, থানা+জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এজাহার দায়ের করেন। মামলার ঘটনাটি বাহরাইন এর ইছাটাউন থানাধীন এলাকায় এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মডেল থানাধীন এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। মামলার অভিযোগে বর্ণিত অপহরণ ও স্ট্যাম্পে দস্তগতসহ অন্যান্য অপরাধের সিংগভাগ ঘটনার সংঘটিত স্থল বাংলাদেশের বাহিরে অর্থাৎ বাহরাইনে অবস্থিত হওয়ায় মামলাটি সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে অধিকতর তদন্তের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৮৮ ধারা অনুযায়ী সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

তারিখ, ১৯ ভাদ্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ/০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৪.১৩-৫৪১—খুলনা জেলার পাইকগাছা থানার সাধারণ ডায়েরী নং-১০৩৯, তারিখঃ ২৫-১০-২০১৩ খ্রিঃ এবং পাইকগাছা থানার মামলা নং-৩২, তারিখঃ ২৫-১০-২০১৩ মূলে মোঃ মাহবুবুর রহমান কাগজী ওরফে মন্টু কাগজী, পিতা মৃত দাউদ আলী কাগজী, সাং শিববাটি ৯নং ওয়ার্ড, পাইকগাছা, খুলনাসহ কতিপয় লোকজন ১৪৪ ধারা ভংগ করে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করার উদ্দেশ্যে পোস্টার বিতরণ, জনগণের শত্রুতা বা ঘৃণা সৃষ্টি করতঃ কতিপয় ছাত্রদের নিয়ে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণে প্ররোচিত করে মিছিল করার প্রস্তুতি যা দণ্ডবিধি ১২০-খ/১৫৩-ক ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ও ১৯৬-ক ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৫-৫৪২—সিএমএম, কোর্ট, সিআর মামলা নং-৭২০/১৪(পল্টন) ঢাকা, তারিখ ৩১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক অভিযুক্ত জনাব তারেক রহমান, পিতা মৃতঃ জিয়াউর রহমান, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, বিএনপি বর্তমানে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে পলাতক অবস্থায় দেশের বিরুদ্ধে ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। যুক্তরাজ্য হতে বিভিন্ন দেশে গিয়ে তিনি বিভিন্ন সভা সমাবেশসহ গোপন বৈঠক করে বাংলাদেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা, বিবৃত্তি, ও ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে অপপ্রচার চালিয়ে ও নিন্দা জ্ঞাপন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত থাকায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১২৩-ক ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এফ এম তৌহিদুল আলম
সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৪ ভাদ্র ১৪২২/১৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৮.২০১৫-৫২২—যেহেতু, ডাঃ নওয়াছি রহমান (১০৯৮৪৩), প্রাক্তন প্রভাষক, কমিউনিটি মেডিসিন, সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ডিগ্রি কলেজ ও হাসপাতাল, মিরপুর, ঢাকাকে ব্রুনাই দারুস সালামে চাকুরির নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের ১২-১১-২০০৯ তারিখের পার-৪/লিয়েন-৪/২০০৯-৫৮৮ নং স্মারকে ০১(এক) বছরের জন্য লিয়েন মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি উক্ত লিয়েন ভোগ করার জন্য গত ২০-১২-২০০৯ তারিখে ছাড়পত্র গ্রহণ করেন;

যেহেতু, তিনি মঞ্জুরিকৃত লিয়েন ভোগ শেষে যথাসময়ে কর্মস্থলে যোগদান না করে গত ২০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৪-০২-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে গত ১৫-০২-২০১৫ তারিখে যোগদানের আবেদন করেন;

যেহেতু, লিয়েনসহ এবং লিয়েন ব্যতিত তিনি গত ২০-১২-২০০৯ তারিখ হতে ১৪-০২-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত কর্ম বিরত ছিলেন এবং গত ১৯-১২-২০১৪ তারিখে কর্মস্থলে তার অনুপস্থিতির মেয়াদ একনাগাড়ে ০৫ বছর পূর্ণ হয়;

যেহেতু, গত ২০-১২-২০১৪ তারিখে তাঁর সরকারি চাকুরীতে অনুপস্থিতিকাল ধারাবাহিকভাবে ০৫(পাঁচ) বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে;

সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে এবং এই অবসান ডাঃ নওয়াছি রহমান (১০৯৮৪৩), প্রাক্তন প্রভাষক, কমিউনিটি মেডিসিন, সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ডিগ্রি কলেজ ও হাসপাতাল, মিরপুর, ঢাকা এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ২০-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

জনস্বার্থে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ, ২৪ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০৪.০০.০০৫.২০১৩-৫৪০—যেহেতু, ডাঃ মোঃ এখলাসুর রহমান (৩০৪৭৮), অধ্যাপক (শিশু), ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা (প্রাক্তন লাইন ডাইরেক্টর, এনএনএস) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র দায়ে ২৭-০৪-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০৪.০০.০০৫.২০১৩-২২৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১১-০৮-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, এনএনএস কর্মসূচির সকল ট্রেনিং ভেনুসমূহ ঢাকার বাইরে অবস্থিত হলেও ঢাকায় অবস্থিত স্টেশনারী দোকান হতে পেটি ভাউচারের মাধ্যমে ট্রেনিং মেটারিয়াল ক্রয় করা হয়েছে এবং এ কাজে বিতরণ, বহন এবং রিসিভ রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করা হয়নি। প্রশিক্ষণ সিডিউল/মডিউল, অফিস আদেশ, লেকচার শিডিউল, রেজিস্ট্রেশন এবং হাজিরা খাতা সংরক্ষণ না করে এবং অফিস আদেশ ব্যতীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অযৌক্তিকভাবে ১০,৯১,৮৮,০০০ টাকা ব্যয় করেছেন। তিনি আর্থিক বিধি বিধান লংঘন করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে চেকের পরিবর্তে ১৩,৭৯,৭৪,০৯০ টাকা বিভিন্ন ডাক্তার ও সিভিল সার্জনদের নগদ প্রদান করেছেন এবং নগদ অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ব্যয় সমন্বয় করা হয়নি। এছাড়াও সম্মানী গ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর (নন-লোকাল) হিসেবে ২৮৯০ কর্ম দিবস দেখিয়ে (২০৮৫ দিন×১০০০, ৩৯০ দিন×৮০০/- এবং ৪৫ দিন×১২৫০/-) বিভিন্ন ট্রেনিং/ওয়ার্কশপ স্বশরীরে উপস্থিত না হয়েও তিনি প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে ২৮,২৪,২৫০/-টাকা সম্মানী হিসেবে গ্রহণ করেন যদিও ২০১২ সালের মার্চ/১২ হতে জুন/১২ পর্যন্ত সময়ে ছিল ৭০ কার্য দিবস। পরবর্তীতে অডিট আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণকৃত মোট ২৫,৫৭,২৫০/-টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করেছেন। প্রাপ্রতা, বহির্ভূতভাবে সম্মানী গ্রহণ করে আপত্তিকৃত অর্থ ফেরৎ প্রদান করায় আর্থিক অনিয়ম সংঘটনের সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ এখলাসুর রহমান (৩০৪৭৮), অধ্যাপক (শিশু), ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক আদেশ জারীর তারিখ হতে আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য তাকে বর্তমানে প্রাপ্য তাঁর বেতন স্কেলের ০১ (এক) ধাপ নীচে অবনমিত করার শাস্তি আরোপ করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। আদেশ জারির তারিখ থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ, ১৬ ভাদ্র ১৪২২/৩১ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২১.২০১৪-৫৫৬—যেহেতু, ডাঃ তানিয়া রহিম (১০১৬৫১৮), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ধামরাই, ঢাকা গত ২০-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৬-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২১.২০১৪-৩১৪ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ০৪-০৫-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২১.২০১৪-২৪০ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ১২-০৭-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪. ০০.০০.০২২.২০১৫-২২২ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ১৯-০৮-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ তানিয়া রহিম (১০১৬৫১৮), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ধামরাই, ঢাকাকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২০-১১-২০১৩ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৬.২০১৫-৫৮৭—যেহেতু, ডাঃ সৈয়দা শরীফা মেরী (৩১৭৪৫), জুনিয়র কনসালটেন্ট (চঃদাঃ), গাইনী, জেনারেল হাসপাতাল, টাংগাইল গত ২০-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৯-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে ১০-০৩-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০. ০২৭.০১.০০.০২৬.২০১৫-১৫২ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ০৭-০৪-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ২০-১০-২০১০ তারিখের ২৫৫৫৪৭ নং প্রজ্ঞাপনে ডাঃ সৈয়দা শরীফা মেরী (৩১৭৪৫)-কে আবাসিক সার্জন হিসেবে জেনারেল হাসপাতাল, টাংগাইলে বদলি/পদায়ন করা হলে তিনি পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদান করেননি। তিনি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানে বিরত থাকেন। ২০০৭ সালে তাঁর Angioplasty with stenting in the left main coronary artery সম্পন্ন হলেও তিনি তাঁর অসুস্থতার বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবহিত করেননি এবং অসুস্থতাজনিত কারণে কর্তৃপক্ষের নিকট ছুটির কোন আবেদনও করেননি;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ সৈয়দা শরীফা মেরী (৩১৭৪৫), জুনিয়র কনসালটেন্ট (চঃদাঃ), গাইনী, জেনারেল হাসপাতাল, টাংগাইল এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক আদেশ জারীর তারিখ হতে আগামী ০১(এক) বছরের জন্য তাকে বর্তমানে প্রাপ্য তাঁর বেতন স্কেলের সর্বনিম্নধাপে অবনমিত করার শাস্তি আরোপ করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

তাঁর ২০-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৯-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) বছর ০৩ (তিন) মাস ১৪ (চৌদ্দ) দিন পর্যন্ত অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ হিসেবে ছুটি মঞ্জুর করা হলো।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ১৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০০৪.০১.০০.২৭৩.২০১২-৫২৪—যেহেতু, ডাঃ আবুল কালাম আজাদ (কোড ১২৪২২২), মেডিকেল অফিসার, বাতাকান্দি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, তিতাস, কুমিল্লা 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ১৬-০১-২০১৩ তারিখে ৪৫.১৫০.০০৪. ০১.০০.২৭৩.২০১৩-৪২ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটশের জবাব প্রদান না করায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলায় তাঁকে কেন 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ আবুল কালাম আজাদ (কোড ১২৪২২২), মেডিকেল অফিসার, বাতাকান্দি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, তিতাস, কুমিল্লা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন, ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য ২০০৯ সালের জাতীয় বেতন স্কেলের টাকা ১১,০০০-৪৯০×৭-১৪,৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০,৩৭০ এর সর্বনিম্ন ধাপে অবনমিত করে ১১,০০০ টাকা নির্ধারণ করার শাস্তি আরোপ করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। আদেশ জারির তারিখ থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

কর্মস্থলে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৩.২০১৫-৫২৫—যেহেতু, ডাঃ কাজী মোহাম্মদ আরিফুল কবির (১১৫৩০১), সহকারী রেজিস্ট্রার (ইএনটি অনকোলজি), জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা ০১-০৭-২০১৪ তারিখ হতে ২৬-১১-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ" ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ৩০-০৬-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৩.২০১৫-৩৮৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ১১-০৮-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ কাজী মোহাম্মদ আরিফুল কবির (১১৫৩০১), সহকারী রেজিস্ট্রার (ইএনটি অনকোলজি), জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম কানুন অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

তাঁর গত ০১-০৭-২০১৪ তারিখ হতে ২৬-১১-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়কে পাওনা সাপেক্ষে অর্জিত ছুটি/বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩২.২০১৫-৫২৬—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন (১১২৫৬৪), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ গত ২৭-০১-২০১২ তারিখ হতে ১৩-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ" ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে ২৭-০৫-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩২. ২০১৫-২৮৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ১১-০৮-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন (১১২৫৬৪), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। তাঁর ২৭-০১-২০১২ তারিখ হতে ১৩-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০৮.২০১৩-৫২৮—যেহেতু, ডাঃ মোঃ রফিকুজ্জামান (১০০১৭৬৮), মেডিকেল অফিসার, আধুনিক সদর হাসপাতাল, গাইবান্ধা (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চিলমারী, কুড়িগ্রাম) গত ১৭-০৯-২০১৩ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ" ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে ০৮-০১-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০৮.২০১৩-১২ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং আনীত অভিযোগের বিষয় তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ রফিকুজ্জামান (১০০১৭৬৮), মেডিকেল অফিসার, আধুনিক সদর হাসপাতাল, গাইবান্ধা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে তাকে 'তিরস্কার (Censure)' করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ১৮-০৯-২০১৩ তারিখ ১২-০৪-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৪.২০১৪-৫২৯—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মোসলেম উদ্দিন (৩২৮৩৮), সিনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন), ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, যশোর (প্রাক্তন সিনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন), সদর হাসপাতাল, মাদারীপুর) এর বিরুদ্ধে সরকারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ" ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ৩০-০৩-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৪.২০১৪-১৮০ স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১১-০৮-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ মোসলেম উদ্দিন (৩২৮৩৮), সিনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন), ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, যশোর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে তাঁকে 'তিরস্কার (Censure)' করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ১৭-১১-২০১৪ তারিখ হতে ১০-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

তারিখ, ২৩ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭০.২০১৪-৫৩৭—যেহেতু, ডাঃ নাহিদ ই-সুবহা (১১৪৭৬০), মেডিকেল অফিসার, সরকারী আউটডোর ডিসপেনসারী (জিওডি), উত্তরা, ঢাকা গত ০১-০৭-২০১০খ্রিঃ তারিখ হতে ১২-০২-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি

কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে ২৪-০৭-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭০.২০১৪-৫৮৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং আনীত অভিযোগের বিষয় তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ নাহিদ ই-সুবহা (১১৪৭৬০), মেডিকেল অফিসার, সরকারী আউটডোর ডিসপেনসারী (জিওডি), উত্তরা, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য ২০০৯ সালের জাতীয় বেতন স্কেলের টাকা ১১,০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০ এর সর্বনিম্ন ধাপে অবনমিত করে তাঁর বেতন ১১,০০০ টাকা নির্ধারণ করার শাস্তি আরোপ করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। আদেশ জারির তারিখ থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তাঁর ০১-০৭-২০১০ তারিখ হতে ১২-০২-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

গত ০১-০৭-২০১০ তারিখ হতে ১২-০২-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে উক্ত সময়ে অবৈধভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওএসডি পদের বিপরীতে বেতন-ভাতা গ্রহণ করায় তাকে বর্ধিত সময়ে উত্তোলিত বেতন-ভাতাদি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

তারিখ, ২৭ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৪.২০১৫-৫৫০—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মাহমুদ আলী (১২১৭৩৪), সহকারী রেজিস্ট্রার (ইএনটি), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী ২৩-০৪-২০১৫ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে ২৮-০৭-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৪.২০১৫-৪৫১ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ১৮-০৮-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ মাহমুদ আলী (১২১৭৩৪), সহকারী রেজিস্ট্রার (ইএনটি), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

তারিখ, ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭২.২০১৫-৫৬২—যেহেতু, ডাঃ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী (১২৯০৩৭), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হাতিয়া, নোয়াখালী গত ০২-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২-১১-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২১-০৬-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭২. ২০১৫-৩৩৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ১৯-০৮-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী (১২৯০৩৭), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হাতিয়া, নোয়াখালী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল;

তাঁর ০২-১০-২০১৪ তারিখ হতে ১২-১১-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল। তাকে অনুপস্থিতকালীন সময়ে উত্তোলিত বেতন-ভাতা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

তারিখ, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৮.২০১৫-৫৭৪—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ শাহা আলম (১০৭১৩৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে মিথ্যা জখমী সার্টিফিকেট প্রদানের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ২৮-০৭-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৮. ২০১৫-৪৫৩ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ৩০-০৮-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, University of Manitoba এর offer letter এর যথার্থতা বিষয়ে University of Manitoba য় ই-মেইল করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে তার দাখিলকৃত offer letter জাল মর্মে জানানো হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ শাহা আলম (১০৭১৩৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক

আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য ২০০৯ সালের জাতীয় বেতন স্কেলের টাকা ১১,০০০-৪৯০×৭-১৪,৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০,৩৭০ এর সর্বনিম্ন ধাপে অবনমিত করে তাঁর বেতন ১১,০০০ টাকা নির্ধারণ করার শাস্তি আরোপ করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। আদেশ জারির তারিখ থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪২.২০১৪-৫৭৫—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আতা রাব্বী (১২২৭৩৪), আবাসিক মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রামগতি, লক্ষ্মিপুর এর বিরুদ্ধে মিথ্যা জখমী সার্টিফিকেট প্রদানের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ০৩-০৮-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪২.২০১৪-৪৭৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ৩০-০৮-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদান, রোগীদের সাথে দুর্ব্যবহার, হাসপাতালে আগত রোগীদের নিকট ফি-দাবীসহ সরকারি কাজ-কর্মে অনিয়ম, খাম খেয়ালী এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন কাজে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে মতবিরোধে জড়িত হওয়ার অভিযোগ প্রাথমকি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ আতা রাব্বী (১২২৭৩৪), আবাসিক মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রামগতি, লক্ষ্মিপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য ২০০৯ সালের জাতীয় বেতন স্কেলের টাকা ১১,০০০-৪৯০×৭-১৪,৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০,৩৭০ এর সর্বনিম্ন ধাপে অবনমিত করে তাঁর বেতন ১১,০০০ টাকা নির্ধারণ করার শাস্তি আরোপ করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। আদেশ জারির তারিখ থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ শ্রাবণ ১৪২২/০৯ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০২৬.২০১৫-৬৯১—যেহেতু, জনাব এ, এস, এম, মামুনুর রশীদ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর, উপজেলা রুমা, জেলা বান্দরবান, হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরে উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে এলজিইডি হতে তাঁর বিরুদ্ধে ২৪-১২-২০১২ তারিখ বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় এলজিইডির ২৯-০৭-২০১৩ তারিখের এলজিইডি/সিই/ই-০৯/২০১২/৬১৯৬ নম্বর স্মারক মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক তাঁকে টাইম স্কেলের নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়ার শাস্তি আরোপ করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়;

যেহেতু, জনাব এ, এস, এম, মামুনুর রশীদ তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আরোপিত শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল আবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, জনাব এ, এস, এম, মামুনুর রশীদ এর দাখিলকৃত আপীলের জবাব, আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য বিস্তারিত পর্যালোচনাপূর্বক তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় ২৯-০৭-২০১৩ তারিখের এলজিইডি/সিই/ই-০৯/২০১২/৬১৯৬ নম্বর অফিস আদেশে আরোপিত লঘুদণ্ড হিসেবে 'টাইম স্কেলের নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়া'র শাস্তির পরিমাণ কমিয়ে তাঁকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে 'তিরস্কার' দণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব এ, এস, এম, মামুনুর রশীদ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর, উপজেলা রুমা, জেলা বান্দরবান (সাবেক উপ-সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় ২৯-০৭-২০১৩ তারিখের এলজিইডি/সিই/ই-০৯/২০১২/৬১৯৬ নম্বর অফিস আদেশে আরোপিত লঘুদণ্ড হিসেবে 'টাইম স্কেলের নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়া'র শাস্তির পরিমাণ কমিয়ে তাঁকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে 'তিরস্কার' দণ্ড আরোপ করে আপীল নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

পানি সরবরাহ-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ ভাদ্র ১৪২২/২৩ আগস্ট ২০১৫

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৪.১৮.০১০.১১-২৫৪—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (৬নং আইন) এর ৬(১)(টি) এবং ৬(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ-এর মনোনীত প্রতিনিধি ইঞ্জিঃ শেখ রফিকুল ইসলাম তাপস-কে ০৪-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩(তিন) বছরের জন্য পুনরায় খুলনা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হল।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ ফারুক-উজ-জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই স্মারক নম্বর ও তারিখ স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য হবে]

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বন শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ অক্টোবর ২০১৫

নং ২২.০০.০০০০.০৬৮.০১২.০১.২০১২-৫৮৮—পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় পদোন্নতি/নিয়োগ বোর্ডের ৪-৬-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী বি.সি.এস (বন) ক্যাডারের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ-কে তাঁদের চাকরিকাল সহকারী বন সংরক্ষক পদে ১০ বছর পূর্তিতে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর টাকা ২২,২৫০-৩১,২৫০ স্কেল (৫ম গ্রেড) প্রদান করা হলো :

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি (জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী)	চাকরিতে যোগদানের তারিখ	৫ম গ্রেড প্রাপ্যতার তারিখ
(১)	জনাব মোঃ জাহিদুল কবির, সহকারী বন সংরক্ষক	১০-১২-২০০৩	১০-১২-২০১৩
(২)	জনাব এ, এস, এম জহির উদ্দিন আকন, সহকারী বন সংরক্ষক	১০-১২-২০০৩	১০-১২-২০১৩
(৩)	জনাব হোসাইন মুহম্মদ নিশাদ, সহকারী বন সংরক্ষক	১০-১২-২০০৩	১০-১২-২০১৩
(৪)	জনাব মোঃ সাইদুর রশিদ, সহকারী বন সংরক্ষক	১০-১২-২০০৩	১০-১২-২০১৩
(৫)	জনাব ইমরান আহমেদ, সহকারী বন সংরক্ষক	১০-১২-২০০৩	১০-১২-২০১৩
(৬)	জনাব মোঃ সালাউদ্দিন, সহকারী বন সংরক্ষক	১০-১২-২০০৩	১০-১২-২০১৩
(৭)	জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, সহকারী বন সংরক্ষক	১০-১২-২০০৩	১০-১২-২০১৩
(৮)	জনাব বিপুল কৃষ্ণ দাস, সহকারী বন সংরক্ষক	১০-১২-২০০৩	১০-১২-২০১৩
(৯)	জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, সহকারী বন সংরক্ষক	১০-১২-২০০৩	১০-১২-২০১৩
(১০)	জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান মিয়া, সহকারী বন সংরক্ষক	১০-১২-২০০৩	১০-১২-২০১৩
(১১)	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, সহকারী বন সংরক্ষক	১০-১২-২০০৩	১০-১২-২০১৩
(১২)	বেগম উম্মে হাবিবা, সহকারী বন সংরক্ষক	১০-১২-২০০৩	১০-১২-২০১৩

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই স্মারক নম্বর ও তারিখ স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য হবে]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ আশ্বিন, ১৪২২/১৩ অক্টোবর ২০১৫

নং ২২.০০.০০০০.০৬৮.০১২.০০১.২০১২-৫৮৯—পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় পদোন্নতি/নিয়োগ কমিটির সুপারিশক্রমে বন অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের-কে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী উপ-বন সংরক্ষক এর পদের বেতনক্রম ২২,২৫০-৯০০×১০-৩১,২৫০ টাকা স্কেলে (৫ম গ্রেড) বি.সি.এস (বন) ক্যাডারের উপ-বন সংরক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হলো :

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদ
(১)	জনাব মোঃ জাহিদুল কবির	উপ-বন সংরক্ষক
(২)	জনাব এ, এস, এম জহির উদ্দিন আকন	উপ-বন সংরক্ষক
(৩)	জনাব হোসাইন মুহম্মদ নিশাদ	উপ-বন সংরক্ষক
(৪)	জনাব মোঃ সাইদুর রশিদ	উপ-বন সংরক্ষক
(৫)	জনাব ইমরান আহমেদ	উপ-বন সংরক্ষক
(৬)	জনাব মোঃ সালাউদ্দিন	উপ-বন সংরক্ষক
(৭)	জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	উপ-বন সংরক্ষক
(৮)	জনাব বিপুল কৃষ্ণ দাস	উপ-বন সংরক্ষক
(৯)	জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	উপ-বন সংরক্ষক

২। পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ পদোন্নতি প্রাপ্ত পদে যোগদানের তারিখ হতে এ আদেশ কার্যকর হবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

অপারেশন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ আশ্বিন ১৪২২/০৭ অক্টোবর ২০১৫

নং ২৮.০০.০০০০.০২৮.৩৫.০১৫.১৫.৩৮৪—গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহের ক্রমবর্ধমান ঘাটতির কারণে বিকল্প জ্বালানি থাকার ফলে সিএনজি স্টেশনে গ্যাস সংযোগের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো :

"**********

(ঝ) সিএনজি স্টেশনের জন্য নতুন কোন সংযোগ প্রদান করা হবে না।

**********"

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসঃ/অপাঃ)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ১২ অক্টোবর ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-১৫৮/৮০-৫৪০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মাহফুজুল করিম আহমেদ, পিতা মৃত আব্দুল করিম, মাতা মৃত লিয়াকত আক্তার, গ্রাম উজানগাঁও, ডাকঘর মনাষ, উপজেলা বারহাট্টা, জেলা নেত্রকোনা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলাধীন ৪নং আসমা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

ওয়াসিম শেখ
সিনিয়র সহকারী সচিব।